ttps://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বাংলার দর্শন চর্চায় সুফি সম্প্রদায়ের প্রভাব: একটি দর্শনগত অনুসন্ধান

ড. তাপস দাস[1]

সারাংশ

বাংলার দর্শন চর্চায় সুফি সম্প্রদায়ের প্রভাব অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রাথমিকভাবে সুফি সম্প্রদায় বাংলার গুহ্য সাধনার একটি ধারা বলে বিবেচ্য হলেও প্রকৃত বিচারে সুফি কেবল সাধনা ধারা বা গৌণ ধর্ম নয়। বরং এটি একটি জীবন দর্শন, আত্ম-অন্বেষণের এক পন্থা। এখানে গানের ভাষায় 'আশিক-মাসুকা'-র মিলন বর্ণনার মধ্যদিয়ে ভারতীয় দর্শনের কিছু অমোঘ প্রশ্ন যথা- জীবের স্বরূপ কী? পরমাত্মার সাথে তাঁর সম্পর্ক কী? এই জগৎ সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের এক সম্ভাব্য উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এবং এই প্রশ্নোত্তরে এ ধারার দর্শনে অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তবে তা প্রথাগত অধ্যাত্মবাদের সাথে একান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উল্লেখ্য সত্তার স্বরূপ আলোচনায় প্রথাগত অধ্যাত্মবাদী দর্শনে দেহ এবং আত্মার মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হয়। এবং দেহ উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্য হওয়ায় তাকে জীবের স্বরূপ বলে স্বীকার করা হয় নি। এমতে উৎপত্তি বিনাশ রোহিত নিত্য আত্মা হল সত্তার স্বরূপবোধক একমাত্র মানদন্ড। অপরদিকে সুফিয়ানা আত্মদর্শনে স্বরূপের বর্ণনায় 'দেহ' এবং 'আত্মা' উভয়কেই সমগুরুত্বপূর্ণ বলে দাবী করা হয়েছে। ফলে এখানে অধ্যাত্মবাদ স্বীকৃত হলেও তা একান্ত অধ্যাত্মবাদ নয়। আসলে সুফি দর্শনে দেহ অবলম্বনে দেহ মাঝে দেহীর অনুসন্ধান করা হয়েছে। ফলতঃ স্বরূপের আলোচনায় এখানে জড়বাদ এবং অধ্যাত্মবাদের মধ্যেকার বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে এবং এক নব্য অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান মিলেছে। এক্ষেত্রে সংশয় হতে পারে চার্বাক-বৌদ্ধ-ন্যায় দর্শনের মতো 'সুফি' তো কোনো প্রথাগত দর্শন নয়, তাহলে সুফিয়ানা আত্মদর্শনে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, ডক্টর রমা চৌধুরী, শ্রী নীরদকুমার রায় প্রমুখ গবেষকদের লেখায় সুফি দর্শনের উৎপত্তিতে ভারতীয় দর্শন এবং বিশেষভাবে বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন ও নিওপ্লেটোনিক দর্শন এবং ইসলামিক দর্শন এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে- সুফিবাদ ইসলামিক আধ্যাত্মবাদী অনুশীলনের একটি ধারা হওয়ায় এই মতবাদে যে ইসলামিক দর্শনের একটি প্রভাব থাকবে, সে কথা বলাইবহুল্য। কিন্তু এ অতিরিক্ত ভারতীয় দর্শন এবং নিওপ্লেটোনিক দর্শনের দ্বারা সুফিবাদ কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে? যার উত্তর এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যথা- বাংলার সুফিবাদের দর্শনগত ভিত্তি কিভাবে গঠিত হয়েছে? সুফিয়ানা আত্মদর্শনে 'দেহ' 'আত্মা' এবং 'আল্লাহ'-র মধ্যে সম্পর্কটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে? সুফি দর্শনে 'গুরুতত্ত্ব' বা 'মুর্শিদ'-এর দার্শনিক তাৎপর্য কী? বাংলার সুফি সঙ্গিতে কি ধরণের দর্শনগত চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে? বাংলার সুফিগণ কিভাবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে এক মানবতাবাদী দর্শন নির্মাণ করেছেন? সুফিবাদের সঙ্গে বাংলার বাউল, যোগ এবং তান্ত্রিক

AIJITR - Volume - 2, Issue - III, May-Jun 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

[1] *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.III.2025.37-47

AIJITR, Volume 2, Issue –III, May- June, 2025, PP. 37-47
Received on 19th May 2025 & Accepted on 15th June, 2025, Published: 30th June, 2025.

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দর্শনের আন্তঃসম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠেছে? সুফিবাদ বাংলার দর্শন চর্চায় ও নৈতিক জীবনে কি প্রভাব ফেলেছে? উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ

সুফি দর্শন, মরমীয়াবাদ, সুফিয়ানা আত্মদর্শন, ফানাফিল্লাহ, বাকবিল্লাহ, বাংলার গুহ্য সাধনার ধারা।

সুচনা

বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন চেতনার গভীরে যেসব সম্প্রদায়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, সুফি সম্প্রদায় তাদের মধ্যে অন্যতম। সুফি শুধু ইসলামিক আধ্যাত্মবাদী অনুশীলনের ধারা নয়, বরং একটি জীবন দর্শন, আত্ম-অন্বেষণের পন্থা। যার ভিত্তি মূলত প্রেম, আত্মত্যাগ, মানবতা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন। এখানে 'আশিক-মাসুকা'-র মিলনের মধ্যদিয়ে জীবাত্মার স্বরূপ, জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং তাঁকে পাবার পথের বর্ণনা সুফি করেছে তাঁর গানের ভাষায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অধীন হান্নান রচিত এই পদটির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়-

'আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কি সে।
মন তর না হইল আপন চেনা চিনলি না তাই সাঁই রাব্বানা
দেখলি না সে আছে কোন দেশে'

আসলে সুফির বিশ্বাস- দেহ হীন যেহেতু আত্মার অনুভব সম্ভব নয়, সেহেতু দেহ হল আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম এবং এই আত্মা বিশিষ্ট এই দেহই হল পরমাত্মার আবাস স্থল, যার জন্য সুফিগণ মানুষ ভজনের কথা বলেন এবং তার মধ্যদিয়ে পরমাত্মার সন্ধান করেন। তবে এই ধারার প্রকাশ কিন্তু একমাত্র সুফি দর্শনেই ঘটেনি। বাংলার সহজিয়া দর্শনের প্রত্যেকটি ধারায় এই দর্শন চেতনার প্রকাশ আমরা পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাউল দর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। সহজিয়া দর্শনের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য দর্শন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে 'বাউল' অন্যতম একটি সম্প্রদায়। লৌকিক অধ্যাত্মবাদের উপর ভিত্তি করে বাউলগণ তাঁদের গানের ভাষায় দেহকে অবলম্বন করে পরমাত্মার সন্ধান করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের একটি পদ-

'বাউল আবদুল করিম বলে দয়া করো আমারে
নতশীরে করজড়ে বলি তোমার দরবারে
ভক্তের অধিন হও চিরদিন থাকো ভক্তের অন্তরে'

আসলে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাংলার মাটি এই দুই আধ্যাত্মিক ধারাকে একে অপরের সংস্পর্শে এনেছে, এবং তাতে জন্ম নিয়েছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক মিশ্রণ। যা বাংলার আধ্যাত্মিক চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সৃষ্টি করেছে, এবং ভারতীয় দর্শনের বহুমাত্রিক রূপকে আরও সংবেদনশীল ও মানবিক করে তুলেছে। এখন প্রশ্ন আসে এই মেলবন্ধন কিভাবে সম্ভব? যার উত্তর এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। তবে তার আগে অতিসংক্ষেপে সুফি দর্শনের প্রাথমিক পরিচয় আলোচনা করা যাক।

সুফির প্রাথমিক পরিচয়

ঐতিহাসিক বিচারে বাংলার সমাজ কাঠামোয় ইসলামের দুইটি ধারার আগমন ঘটেছিল, যার একটি শাসক শ্রেণী এবং অপরটি সাধক শ্রেণী। এর মধ্যে সাধক শ্রেণীর মুসলিমগণ এই অঞ্চলে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তা কিন্তু মূল ধারার সুফিবাদ থেকে ভিন্ন। প্রাচীন সুফিবাদে আধ্যাত্মিক আলোচনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু নব্য-সুফিবাদে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা অধিক গুরুত্ব পায়, এখানে পরমসত্যের অনুসন্ধানের পাশাপাশি জীবের সাথে তাঁর সম্পর্ক, জীবের বন্ধন ও মুক্তির বিষয়, জীবের স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। আসলে বাংলায় এসে প্রচলিত সুফিবাদ এখানকার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের সাথে মিশে গিয়ে নব আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়। এই নতুন আকার প্রাপ্ত সুফিবাদকেই নব্য সুফিবাদ বলা হয়। এখানে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মোকাম-মঞ্জিল, হাল, চতুর্কায়, ফানাফিশেখ, ফানাফিলাহ, বাকবিলাহের ধারণার সাথে যুক্ত হয়েছে দেহতত্ত্বের ধারণা। এখন প্রশ্ন এই সকল মতের মধ্যদিয়ে সুফিগণ কি বলতে চেয়েছেন? তবে 'সুফি' শব্দের অর্থ কী? বা সুফি কাদের বলে? তা আলোচনা না করে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান অসম্ভব হওয়ায় প্রথমে সুফি শব্দের অর্থ আলোচনা করা হল।

সুফি শব্দের ইতিবিত্যান্ত

বাংলার গূহ্য সাধন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল 'সুফি সম্প্রদায়'। ঐতিহাসিক বিচারে সুলতান রুমী, সৈয়দ নাথর শাহ এবং সৈয়দ আলি হুজুরীর পৃষ্টপোষকতায় খ্রীঃ একাদশ শতকে সুফি ধর্ম ভারতে বিস্তার লাভকরে। এক্ষেত্রে উপনিষদের একেশ্বরবাদ, বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শন চিন্তার প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। আসলে সুফিবাদ হল ব্যক্তি মানবের স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও মর্ম্মমুখী জ্ঞানের একটি প্রকাশিত রূপ। এখন প্রশ্ন- সুফি শব্দের অর্থ কী? কাদের সুফি বলা হয়? প্রসঙ্গত 'সুফি' শব্দটিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যথা- (১) অভিধানিক বিচারে, (২) পারিভাষিক বিচারে। যা নিম্ন রূপ-

সুফি শব্দের আভিধানিক অর্থ

সাধারণভাবে 'সুফি' শব্দের অর্থ শুদ্ধ, পাক-পবিত্র, এবং মানবীয় গুণাবলী সমৃদ্ধ একটি ইতিবাচক শব্দ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাসকৃত সংসদ বাংলা অভিযানে এর আভিধানিক অর্থ- "নিজ্ঞেয় সন্ধানী মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ"[১]। আবার বাংলা একাডেমীকৃত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে সুফি শব্দের অর্থ- 'ধার্মিক মুসলমান সাধক'[২]। তৃপ্তি ব্রহ্মোর মতে আরবী শব্দ 'তসাউক'বা 'সফ' শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। যার একটি অর্থ হল পবিত্রতা, আর অপরটি হল সত্য বস্তু সমূহের উপলব্ধি। এই বিচারে যিনি পবিত্র ও জাগতিক বিষয় ভোগ নির্লিপ্ত আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধানী তিনি সুফি। তবে সুফি শব্দের অভ্যন্তরীণ অর্থ উপলব্ধি করতে হলে শব্দটির ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'সুফি' শব্দের অর্থ নিয়ে বিদ্বজনদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য আছে, যাকে মোটামুটিভাবে চারটি সারিতে বিন্যস্ত করা যায়, যথা-

- প্রথমত: আরবী শব্দ 'স্বফা' ধাতু থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। 'স্বফা' ধাতুর অর্থ 'পবিত্রতা', এই বিচারে 'সর্ব্ব বিষয়ে অন্তরে বাহিরে পবিত্র ব্যক্তিরাই সুফি'[৩]।
- দ্বিতীয়ত: 'আহলু স্ব স্থফফহ' অর্থাৎ 'পর্য্যস্কো পবিষ্ট'- এই বাক্যাংশ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি[৪]
- তৃতীয়তঃ গ্রীক শব্দ 'Philosophos' -এর আরবী অপভ্রংশ 'ফয়লহসূফ' অর্থাৎ দার্শনিক থেকে সুফি শব্দের উদ্ভব।[৫]
- চতুর্থত: গ্রীক শব্দ 'Sophisma' থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হল জ্ঞান। এর আরবী অপভ্রংশ হল 'সতী' অর্থাৎ 'ভ্রান্তকূট' তর্ক'। এই বিচারে যে ব্যক্তি এরূপ কূটতর্কের সাহায্য নেয় তাকে সুফি বলে অর্থাৎ 'ভ্রান্তকূট তার্কিক' থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি[৬]। তবে অধিকাংশ সুফি গবেষকের মতানুসারে আরবী শব্দ 'ইসমু-জামিদ' থেকে সুফি শব্দের সৃষ্টি। 'ইসম্মু জামিদ'-এর বিশেষ্য হল পশম। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যারা পশমী জামা পরিধান করে, এবং সংসার ত্যাগী তাদের সুফি বলে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে শব্দার্থগত দিকদিয়ে 'সুফি' বা তাসাউক শব্দের যে অর্থ গুলি আমরা পাই তা হল- (১) পবিত্রতা (২) মরমীবাদী (৩) ধার্মিক মুসলমান সাধক (৪) আধ্যাত্মিকতা (৫) আত্মজ্ঞানের সন্ধানী মুসলমান সাধক (৬) পশমী পোষাক পরিধানকারী গৃহত্যগী মুসলমান সাধক। এবার আসা যাক 'সুফি' শব্দের পারিভাষিক অর্থের আলোচনায়।

সুফি শব্দের পারিভাষিক অর্থ

এক্ষেত্রে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রচনায় বা মন্তব্যে 'সুফি' শব্দটি ব্যবহার অনুসরণ করে 'সুফি' শব্দের অর্থ নির্ণয় করব। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় মারুফুল্ কাখ্রি মত। তাঁর মতে 'আল্লাহার সত্তার অনুভূতি এবং মানবিক সম্পদ পরিহার করাই হল সুফির মূল কথা'[৭]। জুনাইদ্-এর মতে 'মানবের ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' বিনাশ ও ঈশ্বরে পুনর্জীবন লাভই হল সুফিবাদের মর্মকথা"[৮]। একইভাবে বিখ্যাত সুফি-সাধক আবুল হাসান নূরীর অভিমতানুসারে-জাগতিক সকল প্রকার সুখের প্রতি বৈরাগ্য এব্য

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি হল সুফির মূল ভিত্তি। আবার মারফ্ আল্ কারখী দত্তের মতে সুফিবাদ হল পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ক উপলব্ধি এবং জাগতিক বস্তু বিষয়ক বৈরাগ্য ভিন্ন অপর কিছু নয়। যার জন্য সুফিগণকে তত্ত্বানুগামী বা ঈশ্বরানুগামী বলেও অভিহিত করা যায়[৯]। ইউসুফ ইব্ন হুসাইন সুফিকে, ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত ঈদৃশ নির্বাচিত ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্ম প্রচারক বলে মনে করেন[১০]।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রাথমিকভাবে এটা উপলব্ধি হয়- 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিদ্বজনগণ সহমত নয়। তবে এই বিতর্কের মধ্যে মূলতঃ দুইটি মত অধিক গ্রহণযোগ্য। একমতে আরবী শব্দ 'সফা' থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি এবং অপরমতে 'সূফ' শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। এর মধ্যে প্রথম মতে বিশ্বাসীদের মতে কায়মনবাক্যে পবিত্র ব্যক্তি সুফি পদবাচ্য। এবং দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের মতে ইসলাম সম্প্রদায়ভূক্ত যে সকল সন্ন্যাসী কর্কশ পশমের বস্ত্র পরিধান করেন তারাই সুফি বলে বিবেচ্য। যার মধ্যে আবার প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ, সুফিবাদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এখানে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় সত্য বলে স্বীকার্য। এবং তাঁর প্রতি প্রেম ও ভক্তি নিবেদনের মধ্যদিয়েই যাবৎ জীবন নির্বাহের কথা বলা হয়েছে। তাই প্রাচীন সুফিগণ যে সংসার ত্যাগী ও জাগতিক বিষয়সুখ থেকে বিমুখ ছিলেন একথা বলাইবাহুল্য।

সুতরাং সুফিবাদের প্রাথমিক পরিচয় স্বরূপ এটা বলা যায়, সুফিবাদ হল ইসলামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিয়াবাদ। যার মূল লক্ষ্য হল প্রেমভক্তির মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন ও তার সাথে মিলিত হবার বাসনা পূরণ। যা তাঁদের ভাষায় ফানা ফিল্লাহ থেকে বাক্বিল্লাহতে উপনীত হওয়া। এখন প্রশ্ন হল- ফানা ফিল্লাহ কাকে বলে? ফানা ফিল্লাহ থেকে বাক্বিল্লাহতে উপনীত হওয়া বলতেই বা কী বোঝায়? উক্ত প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করতে গিয়ে পরবর্তী অংশে সুফী দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল।

সুফি দর্শনের মূল ভাবনা

সুফি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এই দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব হিসাবে মূলতঃ যে তত্ত্বগুলির সন্ধান আমরা পাই তা হল- (১) একাত্ববাদ (২) সৃষ্টিতত্ত্ব (৩) আত্মতত্ত্ব (৪) আশিকতত্ত্ব প্রভৃতি। যা নিম্নরূপ-

একাত্ববাদ

সুফি দর্শনের মূল নির্যাস একাত্ববাদী তত্ত্ব, যার মূল মন্ত্র- 'লা ইলাহা ইল্লেল্লা' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়'। উল্লেখ্য সুফিবাদীদের কাছে আল্লাহ একমাত্র পরমসত্য। তিনি অনাদি, অনন্ত, শ্রেষ্ঠ সত্তা। তিনি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এবং তাঁর থেকে উচ্চতর, মহৎত্তর বা তাঁর সমকক্ষ আর কেউ না থাকায় তিনি পরমসত্তা। এই সর্বব্যপী পরমসত্তার সন্ধানরত অনুসন্ধানীর প্রতি সুফি সাধকের বার্তা- 'এককেই দেখ, একের কথা বল, এককেই জান'।

প্রসঙ্গত, আল্লাহ যদি সর্বব্যপী হয় তাহলে জগতের সকল কিছুর মধ্যেই তার সত্তা পরিব্যপ্ত হবে এবং শেষ বিচারে জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে একপ্রকার অভিন্নতা প্রতিপন্ন হবে। ফলতঃ জগৎকেই ঈশ্বর বলতে হয়। কিন্তু ব্যাপ্যতার নিরিখে জগৎ ও ঈশ্বর তো এক নয়! ফলে প্রশ্ন আসে ঈশ্বরের সত্তা কীরূপ? তিনি কি জগত অন্তলীন সত্তা? না কী জগৎ বহিঃর্ভূত কোনো সত্তা? যে জগতের বাহিরে থেকে জগৎকে পরিচালনা করেছেন? উক্ত প্রশ্নে সুফি সাধকগণ সহমতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। এখানে ঈশ্বরের সত্তা প্রসঙ্গে পঞ্চবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত-

১) ঈশ্বর জগৎ অন্তলীন সত্তা। জগতের সহিত তাঁর সম্পর্ক অতি নিবিড়। তিনি জগতে অধিষ্ঠিত হয়ে জগৎ পরিচালনা করেন।

২) ঈশ্বর জগৎ লীন নয়, তিনি জগৎ অতিবর্তী এক সত্তা। যে কিনা জগতের বাইরে অবস্থান করে জগৎকে পরিচালনা করছেন। জগতের সহিত তার কোনো নিবিড় সম্পর্ক নেই।

৩) ঈশ্বর কেবল জগৎ অর্ন্তলীন নয় বরং তিনি স্বয়ং জগৎ।

৪) ঈশ্বর জগতে অর্ন্তলীন এবং অতিবর্তী উভয়।

৫) ঈশ্বর জগতে অন্তলীন এবং অতিবর্তী কোনোটাই নয়।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সুফিবাদীদের মতান্তরের ভিত্তিতে আল্লাহর সত্তা বিষয়ে এই তত্ত্ব স্বীকৃত। তবে মতপার্থক্য কেবল আল্লাহের সত্তা বিষয়ক নয়; আল্লাহের গুণাবলী নিয়েও মতপার্থক্য আছে। মনসুর হাল্লাজ, ইবনুল আরবী, জীলী, জামী প্রমুখ সুফিগণের মতে ঈশ্বর অনভিব্যক্ত এবং অভিব্যক্ত এই দ্বিরূপ বিশিষ্ট। এমতে অনভিব্যক্ত রূপে যিনি নিগুণ, নির্বিশেষ এবং 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্ম' পদবাচ্য; অভিব্যক্ত রূপে সেই তিনি সগুণ, সবিশেষ এবং ঈশ্বর পদবাচ্য। যদিও কালাবাধি, হুজয়িরি প্রমুখ সুফিগণের মতে ঈশ্বর কখনই নিগুণ নির্বিশেষ নয়, তিনি সর্বদাই অনন্ত, অসংখ্য, অপরিমেয় কল্যান গুণের অধিকারি। অর্থাৎ ঈশ্বরের সভার ন্যায় তাঁর গুণাবলী নিয়েও সুফি সাধকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে এ সত্ত্বেও একটা বিষয়ে সকলেই একমত, আল্লাহ হলেন বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল কিছুর আদি উৎস। তাঁর ইচ্ছাতেই সকল কিছুর সৃষ্টি। এ বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ আদি সত্তার অবভাসিক রূপ। কাজেই সুফি দর্শনে যে একাত্ববাদ স্বীকৃত, একথা বলাইবাহুল্য। এখন প্রশ্ন- বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে? যার উত্তরে পরবর্তী অংশে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

ভারতীয় দর্শনে আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হল 'সৃষ্টিতত্ত্ব'। সৃষ্টি বলতে এখানে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন- এই বিশ্বসৃষ্টি কিভাবে হয়েছে? যার উত্তরে, ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিরহস্য বর্ণনায় একাধিক তত্ত্ব যেমন- চার্বাক দর্শন আলোচিত ভূতচৈতন্যবাদ, সাংখ্য দর্শন আলোচিত প্রকৃতি ও পুরুষের সমন্বয় তথা অভিব্যক্তিবাদ, আবার কেবলাদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে মায়াবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন- সুফি মতে সৃষ্টির স্বরূপ কী?

উক্ত প্রশ্নোত্তরে এখানে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় যেমন চার্বাক ভূতচৈতন্যবাদ স্বীকৃত নয়; তেমনি আবার কেবলাদ্বৈতবাদের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বলেও দাবী করা হয়নি। এখানে জগৎ সত্য এবং তার স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। এখানে মূলতঃ তিনটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। যথা-

- ১) ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করলেন?
- ২) ঈশ্বর কীভাবে জগৎ সৃষ্টি করলেন?
- ৩) ঈশ্বরের সাহিত জগতের সম্বন্ধ কীরূপ?

প্রসঙ্গত অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্খা থেকে জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে- পূর্ণসত্তা ঈশ্বর কী প্রাপ্তির উদ্দেশ্য জগৎ সৃষ্টি করলেন? তাছাড়া ঈশ্বর যেখানে পূর্ণসভা সেখানে তাঁর অপ্রাপ্ত কমনার পূর্ণতা প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব? তাহলে কি ঈশ্বর অপূর্ণ, অভাববোধ থেকে জগতের সৃষ্টি? না কী পূর্ণ ঈশ্বর উদ্দেশ্যহীন ভাবে জগৎ সৃষ্টি করেছে?

উত্তরে বলি, এমতে ঈশ্বর অবশ্যই পূর্ণ সত্তা, তাছাড়া জগতের উৎপত্তি অভাববোধ থেকে নয় বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই। জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় সুফি দর্শনে বহুল প্রচলিত একটি জনশ্রুতির উল্লেখ আছে, কথিত আছে জগৎ সৃষ্টির কারণ অবহিত হবার জন্য ডেভিড ঈশ্বরকে প্রশ্ন করলে ঈশ্বর বলেন 'আমি গুপ্ত নিধি এবং আমি জ্ঞাত হতে ইচ্ছা করি'[১১]। অর্থাৎ অনভিব্যক্ত স্বরূপকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই জগতের সৃষ্টি। এই বিচারে ঈশ্বরের কাছে জগৎ হল প্রতিবিম্ব বা দর্পন মাত্র। যার সাহায্যে তিনি স্বয়ী স্বরূপ ও গুণাবলীকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দ অনুভব করেন। শুধুতাই নয়, সুফি মতে অনভিব্যক্ত ব্রহ্মা স্বরূপ থেকে প্রথমে জগতের সৃষ্টি, তারপর তা থেকে মানবের সৃষ্টি এবং অন্তপর তাতে মরমীভক্তের আগমন। মরমীভক্তগণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি সমর্থ হওয়ায় তাঁরা পূর্ণমানব এবং এই পূর্ণমানব হলেন ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি যার মধ্যদিয়ে তিনি নিজ স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে সাক্ষাৎভাবে আনন্দ উপলব্ধি করেন। মানবের উৎপত্তি যে ঈশ্বর থেকে, তা বর্ণনায় শেখ জাহিদের বলেছেন 'আল্লাহের আপন অঙ্গ হতে মানুষের নির্মাণ'[১২]। কাজেই সুফি মতে জগৎ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো হল-

- ১) ঈশ্বর তার জ্ঞান ও আনন্দের পূর্ণ এবং স্বাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন।
- ২) জগতের সৃষ্টি অভাব হতে নয় বরং আনন্দ ও জ্ঞানের পুনরায় উপলব্ধির জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন।
- ৩) জগৎ হল ঈশ্বরের লীলা বা ক্রীড়া ক্ষেত্র।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

- ৪) জগৎ হল ঈশ্বরের স্বভাবজ অভিব্যক্তি।

এখন প্রশ্ন- ঈশ্বর কি উপায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন? উক্ত প্রশ্নেও এখানে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কালাবাধীর মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবেই জগৎ বর্হিভূত ও জগৎ থেকে ভিন্ন এবং কেবলমাত্র ইচ্ছাবলেই তিনি শূণ্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জালীর মতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মাই ক্রমান্বয়ে স্কুল বিশ্ব প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হন। এমতে বীজ হতে যেমন অঙ্কুর উদ্‌গমন ঘটে, তেমনি জগত আদতে পরমাত্মার পরিনাম মাত্র। অর্থাৎ জালীর মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নয়, তিনি হলেন আকার কারণ বা নিমিত্ত কারণ। আবার মনসুর হাল্লাজ সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যায় পরমাত্মার তিনটি অবস্থাকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে অনাব্যক্ত অবস্থায় পরমাত্মা যখন নিগুণ, নির্বিশেষ স্বরূপে অবস্থারত তখন তিনি নিজেই নিজের গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেন। এরপর দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি জ্ঞান, প্রেম, আনন্দকে বিভিন্ন গুণ ও নামে অভিব্যক্ত করেন, যা তার প্রথম বিকাশ এবং এরপর তৃতীয় অবস্থায় তার জ্ঞান ও আনন্দকে বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হন। মূলতঃ এই স্তরেই জগৎ ও মানবের সৃষ্টি করেছেন। তাই 'মানব' হল ঈশ্বরের 'পূর্ণ অভিব্যক্তি' ও 'প্রতিচ্ছবি'। এখন স্বভাবতই প্রশ্নটি আসে- স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কিরূপ?

উক্ত প্রশ্নে দার্শনিক আলোচনায় মূলত দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান মেলে। একমতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা হলেও জগতের সহিত তার কোনো নিবিড় সম্পর্ক নেই, বরং জগৎ সৃষ্টির পর তিনি অনেক দূরে অবস্থান করেন। কালাবাধী, হুজুয়িরি প্রমুখ সুফিগণ এই মতের সমর্থক। অপর মতে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত। এমতে ঈশ্বর জগতের কোনো অতিবর্তী সত্তা নয় বরং তিনি জগতের মধ্যেই ব্যাপ্ত। জগতের সহিত তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আছে। জীলী, কায়েজিদ বেস্তামী প্রমুখ সুফিগণ জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় এমত (সর্বেশ্বরবাদক) স্বীকার করেন। বেস্তামির মতে সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যেই আল্লাহ-এর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। জালী জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় বরফের সহিত জলের সম্বন্ধকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে জল ও বরফের মধ্যে আকারগত ভিন্নতা থাকলেও উপাদানগত দিকদিয়ে তারা যেমন অভিন্ন, ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ সেইরূপ অভিন্ন।

আত্মতত্ত্ব

সুফি দর্শনের অন্যতম একটি ভিত্তি হল আত্মতত্ত্ব। প্রসঙ্গত একাত্ববাদী সুফি মতে একমাত্র আল্লাহ হলেন পরমসত্য। ফলে প্রশ্ন আসে তাহলে মানব স্বরূপত কী রূপ? অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ? উক্ত প্রশ্নে সুফির অভিমত, জীবাত্মা আদতে পরমাত্মারই অংশ বিশেষ। এমতে ঈশ্বর যেমন বিশ্বের মাঝে অনুস্যুত বিশ্বব্যাপী সভা, তেমনি তিনি মানুষের হৃদয় বিহারী আত্মারূপী পরমাত্মাও বটে। এই প্রসঙ্গে সুফি কবি সৈয়াদ সুলতানের তাঁর লেখা *জ্ঞানচৌতিশায়* গ্রন্থে পরম পুরুষের অধিষ্ঠান হিসাবে দেহের কথা উল্লেখ করে বলেন-

"প্রথমে প্রণামি তত্ত্ব পুরুষ পুরান
ব্রহ্মা ইন্দ্র না পাইল সন্ধান।"[১৩]

উক্ত অংশে কবি সৈয়াদ সুলতান পরমাত্মা বা পরমপুরুষের অধিষ্ঠান স্বরূপ দেহের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে আগুন যেমন তেলের মধ্যে নিহিত, তেমনি অব্যক্ত পরম পুরুষ কায়াকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়। যদিও এই পুরুষ যে বৈদিক সাহিত্য বর্ণিত পুরুষ হতে ভিন্ন সে কথাও কিন্তু তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দেহ মধ্যস্থ এই যে পরম পুরুষ তাকে না জানতে পারাই হল কর্মদোষ। আসলে, সুফি মতে 'মানুষ' সৃষ্টির চরম কারণ নয় ঠিকই, তবে মানুষের মধ্যে পরমসত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। তাই মানুষ আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং বিশ্বব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্র কিন্তু পূর্ণ একক। এখন প্রশ্ন- সুফি মতে আত্মা স্বরূপত কিরূপ? উক্ত প্রশ্নে সুফিগণ আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রূপকের সাহায্য নিয়েছেন যেখানে ইসলামিক দর্শনের পাশাপাশি ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন মধ্যস্থ চার্বাক দেহাত্মবাদ ও বৌদ্ধ নৈরাত্মবাদের প্রভাব লক্ষণীয়।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রসঙ্গত, সাধারণভাবে আত্মা হল দেহ মধ্যস্থ আধ্যাত্মদ্রব্য। যদিও দেহাতিরিক্ত তার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নিয়ে ভারতীয় দর্শনে মতান্তর আছে। জড়বাদী চার্বাক দর্শনে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত। এমতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ হল আত্মা। অপরদিকে অধ্যাত্মবাদীগণ চেতনার আধার স্বরূপ দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা তথা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মতান্তরে বৌদ্ধগণ দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও স্থায়ী সত্তা হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। এই বিচারে আত্মা হল চেতনার ধারাবাহিক প্রবাহ। এখন এই তত্ত্বগুলির প্রেক্ষিতে আত্মা প্রসঙ্গে সুফিবাদী অভিমত হল, আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় অধ্যাত্মবাদের ন্যায় এখানে আত্মা এবং দেহের মধ্যে ভিন্নতা স্বীকৃত। তবে কোনো স্থায়ী সত্তা হিসাবে আত্মা স্বীকৃত নয়, বরং নৈরাত্মবাদের ন্যায় এখানে আত্মা সতত পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার এক প্রকার ধারাবাহিকতা বলে বিবেচ্য। তাই এই বিচারে অধ্যাত্মবাদের সাথে সুফিবাদের সাদৃশ্যতা আছে। তবে জন্মান্তরবাদের আলোচনায় এই দুটি মতবাদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্যণীয়। অধ্যাত্মবাদ অনুসারে কর্মফল ভোগের জন্য জীব জন্ম-মৃত্যু-পুর্নজন্ম এই ভবচক্রে আবর্তীত হয়। কিন্তু সুফিগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়। এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা স্বীকৃত হলেও দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব অস্বীকৃত। বরং দেহাত্মবাদের ন্যায় আত্মার অস্তিত্ব দেহের মধ্যে সমীবাদ্ধ। অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার অভাব বশতঃ এখানে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত নয়। কাজেই চার্বাক বর্ণিত দেহাত্মবাদের প্রভাবও সুফি দর্শনে পাই। তবে কেবল ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন নয়, ইসলামিক দর্শনের প্রভাও পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ ইসলামিক দর্শনের প্রভাবেই এখানে 'মন' ও 'আত্মা'র মধ্যে অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য দর্শনে 'মন' ও 'আত্মা'কে অভিন্ন বলে স্বীকার করা হলেও ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন অনুসারে 'মন' ও 'আত্মা' ভিন্ন। এমতে 'মন' হল অন্তর ইন্দ্রিয় তথা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, কিন্তু আত্মা কোনো ইন্দ্রিয় নয়, বরং তা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত, এক অতিন্দ্রিয় সত্তা। তবে সুফি মতে আত্মা ও মন ভিন্ন কিছু নয়। এমতে নফস বা আত্মা হল দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা। এই প্রসঙ্গে আলী রাজার তাঁর লেখা *আদম ও জ্ঞান সাগর* গ্রন্থে 'মনতত্ত্ব'[১৪] আলোচনায় মনকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য ও তার বিভিন্ন রূপকে প্রকাশ অর্থে ধরে নিয়ে বলেন 'যাহাকে বলি মন সে হয় ঈশ্বর'[১৫]। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যাকে পবন, বিষ্ণু, চিত্ত, নবী বলে তা সবই মন তথা মনের বিভিন্ন প্রকাশ[১৬]।

উল্লেখ্য সুফিবাদী আত্মতত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্মার সাথে পরমাত্মার অভিন্নতা প্রতিপাদন। আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে সুফিবাদের ব্যাখ্যায় গবেষক মোঃ সোলায়মান আলী সরকার তাঁর 'বাংলার সুফীবাদ: নব্য সুফীবাদ' শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন 'কেহ যদি জিজ্ঞাসিল আরোহা কি এবুলিতে না পরি তার নিশান নির্ণয়'[১৭]। এখানে ব্যবহৃত 'আরোহা' পদটি হল 'রূহ' পদের বহুবচন। যাইহোক উক্ত পদের মূল বক্তব্য হল- 'রূহ' এর প্রকৃত স্বরূপ ভাষায় অব্যাখ্যাত। এবং এই অব্যাখ্যাত রূহের স্বরূপ উপলব্ধি সুফি দর্শনে পরমাত্মার জ্ঞান লাভের সোপান। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি, সুফি দর্শনে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ স্বীকৃত হলেও এই অভেদ কিন্তু কখনই একান্ত অভেদ নয়, বরং এখানে আত্মার সাথে পরমাত্মার ভেদ এবং অভেদ উভয় প্রকার সম্পর্ক স্বীকৃত। মানুষের মধ্যে থাকা 'নাসুত' ও 'লাহুত' এই দুইটি সত্তার স্বরূপ বিচারে তাঁরা বলেন, মানুষের মধ্যে থাকা 'নাসুত' সত্তা তথা মানবীয় গুণাবলী রূপান্তরিত হয়ে লাহুত স্বরূপ তথা ঐশ্বরিক স্বরূপ প্রকাশ পেলে সে ফানাফিল্লাহ থেকে বাকবিল্লাহ অবস্থায় উন্নিত হয়। এ অবস্থায় সে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করে থাকে। এই প্রসঙ্গে সুফি সাধক আল গাজ্জলীর ব্যক্তি মধ্যস্থ আত্মার দুইটি স্তর স্বীকার করেছেন যথা- জীবাত্মা তথা 'নফস' এবং মানবাত্মা তথা 'রূহ'। এই রূহকেই তিনি পরমাত্মার অংশ এবং পূর্ণমানব বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এই বিচারে আত্মার পারিভাষিক শব্দ হিসাবে সুফি দর্শন উল্লেখিত রূহ এবং নফস, স্বরূপগত দিকদিয়ে অভিন্ন নয়। রুহের আকষর্ণ পরমাত্মার দিকে, অপরদিকে নফসের আকষর্ণ পার্থিব জগতের দিকে। তাছাড়া 'নফস' পদের দ্বারা এখানে 'আমিত্ব'-এর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। তবে 'নফস' কেবলমাত্র আত্মসত্তার ধারণা নয় বরং কামনা বাসনা পরিপূর্ণ তাঁর অন্তরের ধারণাও বটে। অর্থাৎ ব্যক্তি মধ্যস্থ কামনা বাসনার আধার হল 'নফস' আর 'রূহ' হল বিশুদ্ধ অধ্যাত্মদ্রব্য। তাই সুফি সাধনার লক্ষ্য, 'নফস'এর নিয়ন্ত্রণের মধ্যদিয়ে রূহের বিশুদ্ধতা। তাছাড়া

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আত্মতত্ত্বের আলোচনায় আত্মিক বিবর্তন বলতে নফসের ক্রমবিবর্তনকেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সুফি মতে রূহ আল্লাহের আদেশ হওয়ায় তা অপরিবর্তনীয়। অন্যভাবে বললে, সুফি মতে 'আত্মা' খালকের (সৃষ্টি) অর্ন্তগত নয়; তা আদতে হুকুম বা অমরের অর্ন্তগত। এমতে দেহ সৃষ্টির পর তাতে আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটে[১৮]। তাই রূহের ক্রমবিবর্তন সম্ভব নয়, এই ক্রমবিবর্তন আদতে নফসের। নাফসের ক্রমবিবর্তনের স্তর হিসাবে এখানে মোট তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যথা-

১) মওতুল্-আবিয়াজ- এ অবস্থা হল দৈহিক ক্ষুধা প্রবৃত্তিকে জয় করার পন্থা[১৯]।

২) মওতুল-আজার- এই পন্থার মধ্যদিয়ে সাধক জাগতিক কামনা-বাসনা, লোভ-মোহর হাতছানিকে জয় করে থাকেন।"[২০]

৩) মওতুল-আস্তয়াদ- স্বেচ্ছাকৃত ভাবে নিন্দা, গ্লানি ও অত্যাচার, নিপীড়ন বরণ করে নিয়ে নাফসকে পরিশুদ্ধ করার পথকে সুফি সাধনায় মওতুল-আওয়াদ বলা হয়।[২১]

সুফি মতে পর্যায়ক্রমে এই তিনটি পথের মধ্যদিয়ে সাধক 'আত্মমৃত্যু' লাভ করলে তাঁর নফস-এর পরিশুদ্ধি ঘটে এবং সে তাঁর রূহের স্বরূপ উপলব্ধিতে সমর্থ হয়। শুধুতাই নয়, এ স্তরে সে পরমাত্মার উপলব্ধিতে সক্ষম। মূলতঃ চেতনার এই স্তরে মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার অভিন্ন প্রতিপাদিত হয়। তবে মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার এই যে অভিন্নতা তা যে পূর্ণ অভিন্নতা নয় সে কথাও সুফি দর্শনে স্বীকৃত। এমতে, শেষবিচারে একমাত্র আল্লাহ পরমসত্য, মানবাত্মা পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান, পরমাত্মার ইচ্ছায় ইচ্ছাবান, পরমাত্মার অস্তিত্বের জেরে অস্তিত্ববান। কাজেই মানবাত্মা ও পরমাত্মা যে ভিন্ন, তা সুফি দর্শনে অবশ্য স্বীকার্য। অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, আত্মার স্বরূপ আলোচনায় নব্য সুফিবাদে, ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন মধ্যস্থ চার্বাকী দেহাত্মবাদ ও বৌদ্ধ নৈরাত্মবাদের প্রভাব যেমন আছে; তেমনি আছে আল ফারবি, মনসুর হল্লাজ, আল গাজল্লির ন্যায় প্রাচীন সুফিবাদী সাধকদের প্রভাব। কাজেই এই বিচারে আত্মতত্ত্বের আলোচনায় নব্যসুফিবাদ এক সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যার মূল্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

১) এখানে অধ্যাত্মবাদের ন্যায় দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা স্বীকৃত। তবে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তাঁর কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি।

২) দেহাত্মবাদের ন্যায় এখানে আত্মার অস্তিত্ব দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩) বৌদ্ধ নৈরাত্মবাদের ন্যায় এখানেও 'আত্মা' হিসাবে কোনো স্থায়ী দ্রব্য স্বীকৃত নয়। বরং আত্মা বলতে সতত পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

৪) ইসলামিক দর্শনের প্রভাবে এখানে আত্মা ও মনকে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫) এখানে মানবাত্মার ন্যায় পরমাত্মার অধিষ্ঠান হিসাবে দেহকে স্বীকার করা হয়েছে এবং মানবাত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানকেই সকল তত্ত্বজ্ঞানের সোপান বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাদের অভিমত হল যাত ও সিফাত যেহেতু একই স্থানে প্রেমের মাধ্যমে আলিঙ্গন রত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাই যাতকে জানতে হলে আগে সিফাতকে জানতে হয়। সিফাতের জ্ঞান বিহীন যাতের জ্ঞান লাভ কখনোই সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন- যাত ও সিফাতের সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান লাভ কীভাবে সম্ভব? উক্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে পরবর্তী অংশে সুফী দর্শনের অপর ভিত্তি হিসাবে আশিকতত্ত্বকে আলোচনা করা হয়েছে।

আশিকতত্ত্ব

সুফি দর্শনের প্রাথমিক আলোচনায় এটা সহজেই অনুমেয়, একাত্ববাদী সুফি দর্শনে একমাত্র আল্লাহ পরমসত্য, এবং জগৎ তাঁর অভিব্যক্ত রূপ। এমতে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী পরমাত্মা পুনরায় স্বয়ী স্বরূপ ও গুণাবলী সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়ায় স্রষ্টার অধিষ্ঠান হিসাবে মানব হৃদয় বা আত্মা স্বীকৃত। সুফি মতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন হলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। এখানে মানবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন ও অভিন্ন উভয় এবং পরমাত্মার উপলব্ধির মধ্যদিয়ে জীব মুক্তি লাভ করে। এমতে প্রেম মার্গের মধ্যদিয়ে সাধক ফানাফিল্লাহ থেকে বাকবিল্লাহ স্তরে উপনীত হলে, সে আপন স্বরূপ উপলব্ধিতে সমর্থ হয় এবং মুক্তি লাভ করে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রসঙ্গত, পরমাত্মার সন্ধানে ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনে কেউ জ্ঞানমার্গকে যথার্থ পথ বলে মনে করেন, কেউ কর্মমার্গকে। সুফি মতে, পরমসত্যের উপলব্ধিতে দুইটি পথের কোনোটাই যথেষ্ট না হওয়ায় এর পরিবর্তে ধ্যান-জ্ঞান ও আত্মিক সাধনার মাধ্যমে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সুফি দার্শনিক রুমী পরমাত্মার উপলব্ধিতে বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার বেশ কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছেন, যেমন- (১) দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ পার্থিব বস্তুজ্ঞান বুদ্ধিজাত, কিন্তু পরমাত্মা দেশকালাতীত অসীম ও অনন্ত সভা। তাই পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতে বুদ্ধি অপারোগ। (২) বুদ্ধি স্বয়ং যেহেতু ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তাই স্রষ্টাকে জানতে সে অপারগ[২২]। (৩) বুদ্ধি জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপ ভেদমূলক এবং তাই তা ঈশ্বরের অভেদত্ব উপলব্ধিতে অক্ষম[২৩]। কাজেই রুমীর মতে বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা পরমসত্তার জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁর মূল বক্তব্য হল, শাস্ত্রপাঠ বা জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার সম্বন্ধে লাভ সম্ভব হলেও তাঁর সাক্ষাৎ উপলব্ধি অসম্ভব। তাঁকে স্বাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে হলে তার প্রতি অনুরাগী হতে হবে। কারণ, যাত ও সিফাত যেহেতু একস্থলে প্রেমময় সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাই হৃদয় অনুভূতির গভীরতা ও প্রেমময় ভক্তির দ্বারা যদি সিফাতকে জানা যায়, তাহলেই যাতকে জানা যাবে। অর্থাৎ এই বিচারে আত্মিক শুদ্ধিতা তথা বিষয়মোহ হতে মুক্ত হবার পন্থা হিসাবে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় এখানেও কায়াবাদকেই স্বীকৃত। একইভাবে কায়েজিদ বোস্তামীও ফানা প্রাপ্তির পথ হিসাবে কায়সাধনার কথা বলেন। এমতে জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বে আত্মবিলীন করাই হল ফানা[২৪]।

উল্লেখ্য সুফি বর্ণিত ফানাবাদের সাথে বৌদ্ধ নির্বাণের তুলনা করা হলেও স্বরূপগত বিচারে ফানাবাদ ও নির্বাণ কখনই এক নয়। এর মধ্যে মূল পার্থক্য হল, বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ হল দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার কামনা-বাসনা নির্বাপিত হওয়া এবং ধ্যানের মধ্যদিয়ে অনন্ত শূণ্যের মাঝে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া। কারণ, এমতে নির্বাণের সর্বোচ্চ স্তর হল আত্মবিলোপ। কিন্তু সুফি দর্শনে আত্মবিলোপ মুক্তির সর্বোচ্চ স্তর নয়। আত্মোবিলোপের পরবর্তী স্তর হিসাবে এখানে 'বাকা' স্তর স্বীকৃত। যা সুফি সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যেখানে আপনাকে বিলীন ও বিলোপের মধ্যদিয়ে মুক্তি খুঁজেছেন; সেখানে সুফিগণ আপনাকে আপনি চেনেন বা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে থাকেন। তাছাড়া বৌদ্ধ দর্শনে পরমসত্তার বর্ণনায় চতুষ্কোটি অতিরিক্ত শূণ্যরূপ স্বীকৃত। আত্মা প্রসঙ্গ আলোচনায় অনাত্মাবাদ স্বীকার করা হয়েছে। বিপরীত দিকদিয়ে সুফি দর্শনে সদার্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মার ধারণা বর্ণিত হয়েছে। সুফির মাসুকাতত্ত্ব বা পরমতত্ত্বের ব্যক্ত রূপ হিসাবে দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুকেই স্বীকার করা হয়েছে। এমতে আল্লাহ সবকিছুর মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে নিজেই নিজেকে উপলব্ধি করছেন। কাজেই বৌদ্ধ স্বীকৃত নির্বাণতত্ত্ব ও সুফির দর্শনে আলোচিত ফানাবাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে একথা অবশ্য স্বীকার্য। যাইহোক সুফি মতে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে তথা বাকবিল্লাহ স্তরেই সাধক পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। যাকে তাঁরা আশিক-মাসুকার মিলন বলেও অভিহিত করেন। এই স্তরে উপনীত হলে ব্যক্তি জগতে অবস্থান করেও জাগতিক কামনা বাসনাকে জয় করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ চেতনার এই পর্যায় যে জাগতিক কোনো প্রকার মোহর দ্বারা আবদ্ধ হয় না। বরং আপন সত্তায় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে। কাজেই এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, মুক্তি প্রসঙ্গে আলোচনায় সুফিগণ জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী। মুক্তি বলতে এখানে জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুফি দর্শনের যে মূল সিদ্ধান্ত গুলি আমরা পাই তা নিম্নরূপ-

১) সুফিবাদ একপ্রকার অদ্বৈতবাদী মতবাদ, এমতে আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্য।

২) এমতে ঈশ্বর অনভিব্যক্ত রূপে নিগুর্ণ, কিন্তু ব্যক্তরূপ স্বগুণ, সবিশেষ সত্তা। মতান্তরে পরমাত্মা সর্বদাই সগুণ।

৩) সুফিবাদানুসারে জগৎ মিথ্যা নয়, তা সত্য। এমতে জগৎ আসলে আল্লাহের ব্যক্ত রূপ।

৪) আল্লাহের স্বরূপ আলোচনায় এখানে আল্লাহকে জগতলীন সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মতান্তরে তিনি জগত অতিবর্তী সভা।

৫) এখানে পরমাত্মার অধিষ্ঠান হিসাবে মানবহৃদয়কে স্বীকার করা হয়েছে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

৬) পরমাত্মার সন্ধান লাভে সুফি দর্শনে প্রেমমার্গ স্বীকার করা হয়েছে। এমতে পরমসত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিলব্ধ নয়; তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তা।

৭) অধিকাংশ সুফিসাধকদের মতে ঈশ্বরের সাথে জীবের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ বর্তমান। তবে কেবল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ নয়; প্রেমিক-প্রেমিকা, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধও বর্তমান।

৮) মুক্তি বলতে এখানে মানবাত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা তাঁদের ভাষায় ফানাফিল্লাহ থেকে বাকবিল্লাহতে উপনীত হওয়ার মধ্যদিয়ে আত্মমৃত্যু প্রাপ্তি।

৯) সুফিগণ জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী।

১০) এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করা হলেও দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত।

১১) দেহাতিরিক্ত আত্মার অভাব বশতঃ সুফি দর্শনে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হয় নি।

১২) এখানে নিগূঢ় সাধনমার্গের জ্ঞান অর্জনে গুরুবাদ বা শেখবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উপসংহার

সুফি দর্শনের পর্যালোচনায় একথা বলা যায়; সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন সুফিবাদের মূলতত্ত্ব। এমতে স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। সৃষ্টিলোক ব্যতীত তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক বিষয়ক সুফিগণের এমত 'ইশাকতত্ত্ব' বলে পরিচিত। এবং 'ইশাকতত্ত্ব'এর সাথে বৈষ্ণব আলোচিত রাধাতত্ত্ব বা বৌদ্ধ সহজিয়া বর্ণিত সহজ মানুষ, কিংবা বাউল বর্ণিত মনের মানুষ তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে- সুফিগণ কেন ব্যক্তিতে ঈশ্বর, আত্মায় পরমাত্মার অনুসন্ধান করেন? উত্তরে বলি সুফি মতে মানুষ একটি ক্ষুদ্রজগৎ, যার মধ্যে পরমাত্মার সমস্ত গুণ ও অবস্থা নিহিত আছে। আসলে সুফি মতে জীবাত্মার মধ্যদিয়ে যেহেতু পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তাই 'ইনাসন-উল-কামেল' বা পূর্ণ মানবের মধ্যেই পরমাত্মার স্বরূপ বিকশিত হয়। এইমতে মানুষ যখন তার সাধারণ লৌকিক অংশ (নাছুত) ধ্বংস করে, তার ঐশ্বরিক অংশে (লাহুত) অবস্থিত হতে পারে, তখন সে ভগবানের সাথে এক হতে পারে। এ অবস্থা আসলে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনময় অবস্থা। যার উল্লেখ আমরা বাউল বর্ণিত 'মনের মানুষ' তত্ত্বেও পাই। তাছাড়া এখানেও গানের মাধ্যমে দেহতত্ত্বের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, যা 'সামা' বলে পরিচিত। অতএব এই পর্যায় এসে এই দাবী করা বোধয় অমূলক নয় যে, বাংলার দর্শনে দেহ অবলম্বনে দেহ মাঝে দেহাতীত সত্তার যে খোঁজ শুরু হয় তার প্রতিফলন সুফিয়ানা আত্মদর্শন চর্চাতেও ঘটেছে। কাজেই যে প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল প্রবন্ধের একদম অন্তিম পর্যায় এসে তার উত্তর স্বরূপ আমরা এটা দাবী করতে পারি-

- ইসলামিক অনুশাসন, গূঢ় আধ্যাত্মবাদ, প্রেমতত্ত্ব ও লোকজ মানবতাবদের সমন্বয়ে বাংলার সুফিবাদের দর্শনগত ভিত্তি নির্মিত হয়েছে।
- 'দেহ', 'আত্মা', ও 'পরমাত্মা'-র মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যায় এখানে দাবি করা হয়েছে যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অনুরণন; দেহ হল সাধনার মাধ্যম এবং আত্মার ফানার মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন সাধনার চরম সিদ্ধি।
- 'মুর্শিদ'-এর দার্শনিক তাৎপর্য বর্ণনায় বলা হয়েছে মুর্শিদই আত্মজ্ঞান, সত্য-উপলব্ধি ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির বাহ্যরূপ; দর্শনে তিনি সত্ত্বজ্ঞানের আলো প্রদান করেন।
- আত্মানুসন্ধান, অদ্বৈত অভিজ্ঞতা, প্রেমভিত্তিক ঈশ্বরচেতনা ও দেহতত্ত্বভিত্তিক অনুশাসনের দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে সুফি সংগীতে।
- ধর্মীয় বিভাজনের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে এই মতবাদে সকল মানুষকে পরমাত্মার সৃষ্ট রূপ স্বীকার করা হয়েছে এবং ধর্ম নয়, প্রেম ও মানবতাবাদ এখানে চূড়ান্ত সত্যরূপে এই গৃহীত হয়েছে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

- বাংলার অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এ ধারার দর্শনেও দেহতত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ সাধনা ও চৈতন্যময় আত্মজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক প্রদর্শনের মাধ্যমে অভিন্ন আত্মিক ধারা গড়ে তুলেছে।
- সহনশীলতা, প্রেম, করুণা, আত্মশুদ্ধির দর্শন ও সর্বজনীন মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে সুফিবাদ বাংলার চিন্তা চেতনায় নৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

আসলে বাংলার দর্শনে সুফিয়ানা মরমীয়াবাদ একটি মৌলিক এবং অন্তর্নিহিত ভূমিকা পালন করেছে। তন্ত্র, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় সুফি সম্প্রদায় আত্মসন্ধান, প্রেমতত্ত্ব, গুরুপ্রধান সাধনা ও বাহ্য ধর্মাচারের বিরুদ্ধতা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি অভিন্ন আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা করে। এই সমন্বয়মূলক চিন্তাধারা বাংলার মরমী সংস্কৃতিকে একটি অসামান্য দর্শনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। কাজেই বাংলার অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের সাথে সুফি দর্শনের সম্বন্বয় একমাত্র দর্শনগত ঐতিহ্য নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানবিক দর্শনের বহিঃপ্রকাশ।

তথ্যসূত্র :

১. ওয়াহাব, আ. (১৯৯৯)। *বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৭৫)। রত্নাবলী।
২. বাংলা একাডেমি। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (পৃ. ৯০)। বাংলা একাডেমি।
৩. হক, এ. (২০১৫)। *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ২৪)। র‍্যামন পাবলিশার্স।
৪. চৌধুরী, স. রা. (২০২০)। *সুফি দর্শন* (প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২৭)। দিব্য প্রকাশ।
৫. হক, এ. (২০১৫)। *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ২৪)। র‍্যামন পাবলিশার্স।
৬. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
৭. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ২)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
৮. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
৯. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ২)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
১০. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৩)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
১১. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৮)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
১২. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ১০)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
১৩. রাইন, র. (২০২১)। *বাংলার দর্শন: প্রাক্-উপনিবেশিক পর্ব* (পৃ. ৬০)। প্রথমা প্রকাশন।
১৪. হক, এ. (২০১৫)। *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ২৭)। র‍্যামন পাবলিশার্স।
১৫. হক, এ. (২০১৫)। *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৩৫)। র‍্যামন পাবলিশার্স।
১৬. হক, এ. (২০১৫)। *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৩৬)। র‍্যামন পাবলিশার্স।
১৭. সরকার, ম. স. আ. (২০১৯)। "বাংলার সুফিবাদ: নব্য সুফিবাদ"। এ. করিম (সম্পা.), *বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির নানা ধারা* (পৃ. ১০১)। বাংলা একাডেমি।
১৮. চৌধুরী, স. রা. (২০২০)। *সুফি দর্শন* (প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ১৫)। দিব্য প্রকাশ।
১৯. চৌধুরী, স. রা. (২০২০)। *সুফি দর্শন* (প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ১৮)। দিব্য প্রকাশ।
২০. চৌধুরী, স. রা. (২০২০)। *সুফি দর্শন* (প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ১৩)। দিব্য প্রকাশ।
২১. চৌধুরী, স. রা. (২০২০)। *সুফি দর্শন* (প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২০)। দিব্য প্রকাশ।
২২. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৫৫)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
২৩. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ৫৬)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।
২৪. চৌধুরী, র. (১৯৪৪)। *বেদান্ত ও সুফী দর্শন* (ই-বুক সংস্করণ, পৃ. ২৫)। প্রাচ্যবাণীমন্দির।